দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 26 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বেচ্ছাচারিতা

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছর বরাদ্দ ও ব্যয়বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে শিক্ষাবহির্ভূত খাতে অপচয় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোট ২৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে ২১টিতে শিক্ষাকার্যক্রম চলছে তার সবগুলোতেই স্বায়ত্তশাসনের নামে চলছে চরম স্বেচ্ছাচারিতা। 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী' এই প্রবাদের সারবর্তা প্রমাণ করে শিক্ষা আনুষঙ্গিকে মাত্র ১৪ শতাংশ ব্যয়বরাদ্দ রেখে বাকি ৮৬ শতাংশ চালান করে দেয়া হচ্ছে বেতন-ভাতা, পেনশন ও অন্যান্য খাতে। বছরের পর বছর ধরে বল্গাহীন অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার গুণগত মান অর্জন ও তা ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন নীতিমালা থাকলেও তাকে বদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি না নিয়ে খোলা হচ্ছে নতুন নতুন বিভাগ।

শিক্ষক নিয়োগসহ অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ ও অনিয়মতান্ত্রিক সুবিধা প্রদানের প্রবণতা তো আছেই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত আসনের সুযোগ নিয়ে বেশীর ভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষার গুণগত মান নয় বরং ব্যবসায়িক বিবেচনায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করাচ্ছে। এতে প্রকৃত শিক্ষিত নয় বের হচ্ছে সার্টিফিকেটধারী গ্রাজুয়েট। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে বেরিয়ে এসেছে এই অবক্ষয়ী চিত্র। বিগত সরকারের আমলে যোগ্যতা নয় বরং দলীয় আনুগত্যের বিবেচনায় শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার ফলে এই সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা শুরু হয়। সিস্টেমের কাছে থাকার কথা থাকলেও দলীয় নেতাদের আশীর্বাদপুষ্ট সিস্টেমের কাছে অনুগত হওয়ায় ওই সব শিক্ষক- কর্মকর্তা কোন জবাবদিহিতার ধার ধারেনি। দক্ষতা ও যোগ্যতাকে ডিঙ্গিয়ে দলীয় বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়ার বিষময় ফল আজ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে অনাকাঙ্ক্ষিত স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি ও অপচয় তারই খণ্ডচিত্র মাত্র। অবিলম্বে এসব দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনসহ অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থায় ব্যাপক তদন্ত শুরু করা উচিত। দুর্নীতি নির্মূল বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিঘোষিত নীতি বিধায় তদন্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সবার মনে রাখতে হবে, 'জাস্টিস ডিলেইড জাস্টিস ডিনাইড।'

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী গত ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মোট ৫০৮ কোটি ৫৫ টাকা মঞ্জুরির মধ্যে শিক্ষা আনুষঙ্গিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭১ কোটি ২০ লাখ টাকা। বরাদ্দের সিংহভাগ অর্থাৎ ৪৩৭ কোটি ৩৫ লাখ টাকাই ব্যয় হয়েছে শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, পেনশন, বিদ্যুৎ ও পরিবহন খরচ বাবদ। দুঃখজনক হলেও সত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আয় মাত্র ৪৮ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। রাষ্ট্রীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতি বছর বরাদ্দ বৃদ্ধির পরও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বড় অংকের ঘাটতির কোন বিরতি নেই। এই পর্যায়ে গত অর্থবছরে সরকারী মঞ্জুরির অপ্রতুলতা দেখানো হয়েছে ৯ কোটি ২ লাখ টাকা। একশ্রেণীর শিক্ষক চাকরি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেতন-ভাতা নিলেও শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন না করে বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত কাজে সম্পৃক্ত থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ১৮ শতাংশ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেতন-ভাতা ঠিকমত নিলেও শিক্ষকতার কাজে তাদের কোন অবদান নেই। এক পরিসংখ্যান দেখা গেছে, মোট শিক্ষকদের শতকরা ২০ ভাগ থাকেন দীর্ঘমেয়াদি ছুটিতে। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের সার্ভিস ঠিকমত না পাওয়ার ফলে অনেক বিষয়ে অপরিপক্ব থেকে যায়; যার চূড়ান্ত প্রভাব পড়ে জাতীয় মেধাবিকাশের ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক সংঘাত-সহিংসতার পরিণতিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। মঞ্জুরি কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশগুলোর কিছু কিছু বিধান সময়োপযোগী সংস্কার করে অবক্ষয়ী প্রক্রিয়া থেকে উদ্ধার পাওয়ার সুপারিশ করেছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনৈতিক ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই প্রয়োজন। এ ব্যাপারে জাতীয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ, উচ্চ শিক্ষাস্তরের বিষয়ভিত্তিক ও ডিগ্রীভিত্তিক কার্যকর পরীক্ষা পদ্ধতি ও নীতি প্রণীত হওয়া যে আবশ্যক সে বিসয়ে কোন দ্বিমত নেই। এজিডিটেশন কাউন্সিল গঠন ও মঞ্জুরি কমিশনের নেতৃত্বে ২০ বছর মেয়াদী উচ্চ শিক্ষার কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বিরাজমান সংকটের অনেকটা নিরসন হতে পারে। এ প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, আমাদের দেশে সুপারিশ ও প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যেই অনেক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। বাস্তবায়নের কোন গরজ তাদের মধ্যে দেখা যায় না। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় যথা পূর্বং তথা পরং। এই অবস্থা মেনে নেয়া যায় না। শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। নচেৎ মঞ্জুরি বন্ধ ও অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে বিধিভঙ্গকারী সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে।